আমি সত্য-অপলাপের গল্প বলতে এসেছি

ড. শামস্ রহমান

[সম্প্রতি এক জরিপে দেখা গেছে বাংলাদেশে আজ যাদের বয়স ১৮ থেকে ৩৫ বছর, তাদের সংখ্যা প্রায় পাঁচ কোটি। এর অর্থ, এ সংখ্যা সমগ্র জনগোষ্ঠির এক-তৃতীয়াংশ। তারা আমাদের প্রজন্ম। যাদের জন্ম আর বেড়ে উঠা মূলতঃ বাংলাদেশের দুই স্বৈরশাসনামলে। যখন দেশের রাজনীতিতে পুনর্বাসিত হয় যুদ্ধপরাধী ও মানবতাবিরুদ্ধ শক্তি; বিকৃত হয় স্বাধীনতার ইতিহাস এবং সেই সাথে ধর্মকে পুঁজি করে বিস্তৃতি পায় রাজনীতি। এ প্রজন্ম দেখেনি '৭১। তাই তাদের অনেকের পক্ষে '৭১'র সঠিক তাতপর্য্য বোঝা কঠিন। যা বোঝার জন্য '৫২, '৫৪, '৬৬ এবং '৬৯'র রাজনৈতিক ঘটনা ও ধারাবাহিকতার মূল্যায়ন ও উপলব্ধি অতাবশ্যক। এরই মাঝে একদল দামাল প্রজন্ম একত্রিত হয়েছে গণজাগরণ মঞ্চ ঘিরে। তাদের সাথে যোগ দিচ্ছে লক্ষ্য-কোটি প্রজন্ম। তারা লড়ছে ধর্মনিরপেক্ষতার পক্ষে, সংখ্যালঘু নির্যাতনের বিরুদ্ধে; লড়ছে প্রগতিশীল ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় একটি সম্মৃদ্ধশালী বাংলাদেশের গড়ার পক্ষে। গণজাগরণ মঞ্চের এক বছর পূর্তিতে তাদের আদর্শ ও উদ্দেশ্যের সফলতা কামনায় এই গল্প বলা]

আমি মুক্তপ্রাণ দীপ্ত দামাল সন্তানের কাছে এসেছি।
আমি প্রজন্মের কাছে এসেছি॥

আমি গণজাগরণ মঞ্চের কারিগর- নগর বন্দর,
গ্রামঞ্চল থেকে আসা প্রাণচঞ্চল
প্রজন্মের কাছে এসেছি। ভবঘুরে,
আমি পৌঢ়; অভিজ্ঞতার আলোকে তাই সাহস করে,
প্রজন্মের কাছে কিছু বলতে এসেছি।
সমৃতি ভ্রষ্ট হয় পাছে, তাই আমি প্রজন্মের কাছে;
সত্য-অপলাপের গল্প বলতে এসেছি॥

দুঃশাসন আর সুশীল-শাসন শেষে, অবশেষে;
আবার যখন একাত্তরের সরকার এলো,
প্রতিশ্রুতি দিয়েই এলো। বললো -
'স্বাধীনতা যুদ্ধে,
মানবতা বিরুদ্ধে;
অপরাধের বিচার, দেশের মাটিতেই হবে এবার;
এ জাতির কাছে দেয়া অঙ্গিকার!
যতই করুক পরিহাস আর মিথ্যাচারে নিরাশ,
এ বিচার মাতৃভূমি কলঙ্ক মূক্ত করার প্রথম প্রয়াস'।

বললো -
'এ লক্ষ-কোটি জনতার উচ্চারণ।
উদাহরণ অজস্র যত্রতত্র,

বজনীয়া-ক্যাম্বোডিয়া দুটি মাত্র’।
বললো -
‘এ জনতার দাবী, যারা নির্ভীক সাহসী;
যারা একাত্তরের মূল স্রোত-ধারাবাহিকতায় বিশ্বাসী’॥

শুনে যুদ্ধপরাধী ও তাদের সহযোগী সেদিন
কপাল তুলেছে কুঁচকে ভুরু,
তবে সত্য-অপলাপের যাত্রা শুরু,
তারও অনেক পূর্বে,
পঁচাত্তরের কালো অধ্যায়ের প্রথম পর্বে॥

ও হে প্রজন্ম, তোমাদেরই জন্য
এ প্রশ্ন -
জানো কি তোমরা সত্য-অপলাপ কত প্রকার?
কিংবা তাদের আকার?
সত্যের অপলাপের শিল্পে যারা নির্বিকার?
জেনে রাখ তবে;
ভাবে ও প্রকার ভেদে সত্য-অপলাপ তিন প্রকার।

প্রথম জাতের নাম ‘মধূদী-মদদ’ সত্য-অপলাপ।
আওহাবী তত্ত্বের আধিপত্যে, আর
ঘানের তেলেস্মানি আস্মানি ঘ্রানে;
গাভীবালক অশ্বচালক চলন্ত-চিত্রের আদলে;
পশ্চিম প্রদেশের পাহাড়ের আড়ালে-আপ্ডালে,
শত শত বিস্তৃত ভয়ঙ্কর খামারে
এ সত্য-অপলাপ তৈরী।
মোটা খস্খসে ওজনে ভারী;
তদপরি, প্রথম ছোঁয়ায় মনে হবে এ যেন পরী!
দিবালোকে দেখায় লো’কে রঙিন খোয়াব,
তাই এর নাম ‘মধূদী-মদদ’ সত্য-অপলাপ।

ও হে প্রজন্ম - জানো কি কারা
এ সত্য-অপলাপে পারদর্শী? দূরদর্শী তারা-
যুদ্ধপরাধীদের বসিয়ে তাদের নেতৃত্বে,
আঘাত করে জল ও মাটির অস্তিত্বে, চেতনার মিনারে-
বীরের রক্ত ঝরে যেথায় স্বাধিকার দাবীর প্রথম প্রহরে।

সত্য-অপলাপের কায়দা এদের গুয়েবল ছাড়িয়ে।
তাইতো ভাসায় তারা, 'দেলার-দালাল' তাঁরা,
চাঁদের পিঠ মারিয়ে;
বসায় তারা তাদের মোল্লা শূন্যে তুলে 'বাঁশের কেল্লা'।
রটায় তারা - 'মুক্তিযুদ্ধ রটনা,
অর্ধশত পুরানা,
মিথ্যা এসব একাত্তরের চেতনা'।

'ধর্ম গেল, উলুধ্বনি এলো!' বলে মেতে উঠে
অবলীলায়, ধ্বংসের হলি খেলায়, চৌত্রের ভরা দুপুরে,
আর সভ্যতা মুখ থুবরে পড়ে মধ্যযুগীয় অন্ধকারে।
সীমান্তের অদূরে, কারবালা প্রান্তরে দেখা
সীমার থেকেও এরা পাশন্ড;
নারী যাদের কাছে শুধুই 'জল-আসা-ফল',
কিংবা একখন্ড মাংসপিন্ড;
কাঁপেনা হৃদয় যাদের একদন্ড,
পোড়াতে আতপোড়া জীবন্ত জলজ্যান্ত।

ওরা সন্ত্রাসী,
ওরা মধ্যযুগীয় মন্ত্রে বিশ্বাসী,
'ও আমার দেশের মাটি, তোমার 'পরে ঠেকাই মাথা'তে
অবিশ্বাসী॥

দ্বিতীয় জাতের নাম 'সাফারির-বাহারী' সত্য-অপলাপ। তৈরী,
বিকৃত বৈরি এ সত্য - সত্যের অপলাপ,
পাহাড়ী প্রদেশের অন্ধ অনুকরণে; প্রাণে
বহে তাই গায়েবী-গাইয়ুব
আর হিংস্র-হিয়াহিয়ার চেতনা;
কামনার অভিপ্রায়ের যাত্রা এদের উত্তর গগনে
সবুজ কাননে কামানে সারি সারি,
আড়াল করে দরজা দেয়াল পাহাড় সমান ভারী।

ও হে প্রজন্ম - জানো কি
এ সত্য-অপলাপের স্রষ্টা কারা?
এরা আসে 'ম্যাসায়া'র বেশে,
উদ্ধারে স্বদেশের পিন্ডি;
অচিরেই বোঝা যায় আনুগত্য এদের 'রয়াল' পিন্ডি।

মুখে একাত্তর, চেতনায় পাকতন্ত্র সর্বত্র;
পঁচাত্তরের প্রথম প্রহরে তাইতো
বিজয়ের ধ্বনি- 'জয় বাংলা'র বদলে শুনি
'শান্তি-বাদের' জিন্দাবাদ;
পরাজিত আওয়াজের পূনঃরুদ্ধার-
যেন তাদের আশীর্বাদ!

তারপর ধাপে ধাপে পাপের চিহ্ন দিয়েছে মুছে।
নিয়েছে টেনে পাপীদের সহজাত আলিঙ্গনে,
যেন 'একই মায়ের দুটি সন্তান',
নিশ্চয়ই জীনের টানেই তাদের এ সহবস্থান!
দিয়েছে আশ্রয়, সীমাহীন প্রশ্রয়;
দিয়েছে স্বীকৃতি পুরাতন আকৃতিতে নতুন করে ঘর বাঁধার;
দিয়েছে তুলে লাল-সবুজে আঁকা পবিত্র পতাকা
আঁধার করে দুয়ার।

যতই বলুক মুখে, যতই দিক আশ্বাস,
যুদ্ধপরাধে নেই তাদের কোন বিশ্বাস।
তাইতো ছলে-বলে
কলা কৌশলে,
নানা অজুহাতে
যুদ্ধপরাধীদের বাঁচাতে
ব্যতিব্যস্ত; সহিংসার সহযোগিতায় এরা অভ্যস্ত;
বোধগম্য না হলেও স্বাধারণের দৃষ্টিতে অতীতে,
তের'র শেষ যাত্রায় ধরা পরে হাতেনাতে।

মুখে স্বাধীনতা,
করে বিজয়ের চেতনার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা।
তাইতো শুনি
ধ্বনির বিরুদ্ধে ধ্বনি,
ঘোষকের বিরুদ্ধে উদ্যত হয় পরাজিত রণি।
তাইতো দেখি
ছবির বিরুদ্ধে ছবি,
ইতিহাসের বিরুদ্ধে বিকৃত ইতিহাস,
চেতনার বিরুদ্ধে ছড়ায় অন্ধ যুগীয় প্রশ্বাস।

তাদের ঘরে ঘটেছে বিপরীত ধর্মী তত্বের সমাহার -
যাদু-মাজহার থেকে দেলার-অজাহার
কেউ উগ্র বামে, কেউ উগ্র ধর্মে;
বোঝা জটিল এ মিলনের তাত্ত্বিক মানে রাষ্ট্রবিজ্ঞানে।
তবে এটা ঠিক, যদিও তত্বে একে অপরের দক্ষ প্রতিপক্ষ,
এরা মূলতঃ একাত্তরের পরাজিত পক্ষ -
মিলটা এদের সেখানে॥

তৃতীয় জাতের সত্য-অপলাপের নাম 'সুশীল-পিচ্ছিল'।
কখনো তৈরী পশ্চিমে - কৃত্তিম টেট্রনে,
কিংবা টেট্রন-কটনের মিশ্রনে।
কখনো তৈরী চৈনিক সিল্ক কিংবা ভল্গার তীরে মস্‌লিনে।
এরা কথা বলে ধীরে, দেশ-মাতৃকার মানুষ বটে,
তবু কখন যে কি বলে ধরা মুশকিল;
তাই এদের নাম 'সুশীল-পিচ্ছিল'।

হে প্রজন্ম - জানো কি তোমরা,
এ সত্য-অপলাপের করিগর কারা?
দলে ছোট হলেও, বুদ্ধিতে ভারী তারা।
ভিনদেশী প্রতিনিধিদের সাথে ভাল জানাশোনা;
সদা আনাগোনা।
অনেকেই আবার ভিনদেশীদের দ্বারা কেনা।

এদের এক গোষ্ঠি - তৈরী যারা টেট্রনে,
কিংবা টেট্রন-কটনের মিশ্রনে,
শুরু থেকেই ধনতত্বে টানে তারা পশ্চিম গগনে॥
অন্য আর এক গোষ্ঠি?
তৈরী যারা চৈনিক সিল্ক কিংবা ভল্গার তীরে মস্‌লিনে?

ও হে প্রজন্ম - সে অনেক আগের দিনের কথা।
তখন কথায় কথায় ছিল তাদের কথায়
শুধুই সমাজের-তন্ত্র কথা।
বিস্তৃত বার্লিন দেয়াল ধ্বসে পড়ার পূর্বেই,
বুদ্ধিতে বেশী জ্ঞানী যারা, পাড়ি দেয় তারা,
দেয়ালের ওপারে পশ্চিম পাড়ে।
বাকিরা ধ্বসের পরে সরে পরে তাড়াতাড়ি,
সমাজের-তান্ত্রিক থেকে রাতারাতি হয়ে উঠে সবুজ-তন্ত্রের কান্ডারী।
'চাচা হো' ছেড়ে এখন তারা শুধুই 'আঙ্কেল স্যামের' সহকারী।

তাদের বিচরণ সর্ব অঙ্গণে -
অর্থনীতি, রাষ্ট্রনীতি, সমাজনীতি সবই তাদের নখদর্পণে।
দেশ ও দশের যে কোন সমস্যা-সমাধানে
তাদের জুড়ি মেলা ভার।
মধ্যরাতের তুখোর যুক্তি তর্কে সীমাহীন পান্ডিত্বে প্রমাণ মেলে তার।

যুদ্ধাপরাধী-বিচারে নিরুৎসাহ প্রায়, পায় শুধুই রাজনীতির গন্ধ;
অন্ধ তারা একাত্তরের চেতনা আর রাজনীতিতে ধর্মের তাসের
তফাতে, মধ্যরাতে
তাদের বিশ্লেষনের গন্ডিতে।
'মঞ্চ' আর ''ফাজতের' দর্শন যুক্তি তর্কের উদাহরণ
হিসেবে রাখে সমদূরত্বে; সমাজ বিভ্রান্তে
এসবই অষ্টপ্রহরীর মত যথেষ্ট।
সহিংসতার কথা বলে বটে; রুখে দাঁড়ানো দূরে থাক;
নিন্দাতেই ব্যর্থ, কি এর অর্থ? মানুষকে করে হতবাক;
রূপে কাসন্দি একদল মানুষের এ কিসের অভিসন্ধি?
এদের কারো কারো শুধুই আমি আমি,
আমিই বিশ্ব; ধ্যান-ধারণার একমাত্র উৎস।
তব শেষে, অবশেষে;
থরে থরে থাকা মাটি-জলে ঢাকা 'গ্রামীণ থলেই' শেষ কথা,
যাক দেশ পূর্বপুরুষের বিশ্বাসের উজানে হিংস্রের টানে,
নেই তাতে মাথা ব্যাথা।

হে প্রজন্ম - বলে;
তারা গণতন্ত্রে বিশ্বাসী, আঙ্কেল স্যামের চেয়েও একটু বেশী;
অথচ, গণতান্ত্রিক পন্থায় সংবিধানের ধারাবাহিকতায় বিশ্বাসী,
নাকি অবিশ্বাসী তা অস্পষ্ট।
এরা বিশিষ্ট,
সবই পেয়েছে তারা, রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা ছাড়া,
আপাদত সেটাই অবশিষ্ট।
গণতন্ত্র, মানবাধিকারের কথা বলে ঘুরে-ফিরে;
অথচ, এদের কদর বাড়ে,
অগনতান্ত্রিক শক্তি যখন গৃহে ফিরে।

ও হে প্রজন্ম -
যারা এখনো বলে ভুল করেনি একাত্তরে;
যাদের হাতে হয় বিকৃত- মাটি-জলের প্রকৃত ইতিহাস;
যুদ্ধপরাধী-বিচারে যাদের দ্বিধা-দ্বন্দ্ব, শুধুই পায় রাজনীতির গন্ধ;
কিসে হবে তাদের সাথে সমঝোতা, রক্ষায় একাত্তরের চেতনা ও ধারাবাহিকতা?

এ গল্প লেখার শুরু ১৬ ডিসেম্বর ২০১৩ টাঙ্গাইলে। ইচ্ছে ছিল ৫ ফেব্রুয়ারির মধ্যেই শেষ করার। সম্ভব হয়নি। শেষে, শেষ হল ১৭ ফেব্রুয়ারি ২০১৪ মেলবর্ণে।